তারিখ 18 JUL 2005
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

ইত্তেফাক

শিক্ষকদের হাতে ৩০ নম্বর, পরীক্ষায় ৭০

ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষায় বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত

॥ সাহাবুল হক ॥

ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত সকল শ্রেণীর পরীক্ষায় বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যায়ন চালু হচ্ছে। চলমান পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে সরকার নতুন এ পদ্ধতি আগামী বছর থেকে কার্যকর করবে। গত মঙ্গলবার এ সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপণ রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জারি হয়। বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতিতে ১০০ নম্বরের মধ্যে ৩০ নম্বর থাকবে শিক্ষকদের হাতে এবং বাকী ৭০ নম্বরের মূল্যায়ন হবে বিদ্যমান পদ্ধতিতে সেমিস্টার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে। সারা বছরের শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রম মূল্যায়ন করে শিক্ষকরা প্রতিটি বিষয়ে ৩০ নম্বরের মধ্যে নম্বর প্রদান করবেন। প্রতিটি বিষয়ে ৩০ নম্বর প্রদান করার জন্য ১০টি পরিমাপক নির্ধারণ করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে- ক্লাসে উপস্থিতির হার ও শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ, এ্যাসাইনমেন্ট (একক বা দলভিত্তিক), মূল্যায়ন (শ্রেণী ভিত্তিক), (২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ষষ্ঠ থেকে নবম

(প্রথম পৃঃ পর)

আচার-আচরণ, সত্য কথা বলা, মূল্যবোধ ও বক্তব্য উপস্থাপনা বা একক ও দলভিত্তিক আলোচনা, সময়ানুবর্তিতা, নেতৃত্বের গুণাবলী, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়তা, খেলাধুলায় সাফল্য এবং বিজ্ঞান বিষয়ে ব্যবহারিক ক্লাস। পরিমাপকগুলোর ভিত্তিতে ৩০ নম্বর ও সেমিস্টার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে ৭০ নম্বরের মূল্যায়ন করা হবে। পরে উভয় পদ্ধতির মূল্যায়ন নম্বর মিলিয়ে চূড়ান্ত ফলাফল তৈরী করা হবে।

২০০৪ সালে সারাদেশে ২০টি স্কুল ও ২০টি মাদ্রাসায় পরীক্ষামূলকভাবে ৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করা হয়। এছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষা খাত উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্যোগে আরো ৪৯টি স্কুলে এ পদ্ধতি চালু হয়। এরমধ্যে ৪০টি স্কুলের বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়নের ফলাফল ইতিবাচক হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় উক্ত পদ্ধতি চূড়ান্ত করে।